[২০২১] ১০ এস.সি.আর. ১১৮৭

আক্কাম্মা ও অন্যান্য

বনাম

ভেমাবতী ও অন্যান্য

(২০০৯ সালের ৫৮৮৪ নং দেওয়ানি আপিল)

২৫ নভেম্বর, ২০২১

[বিচারপতিদয় এল. নাগেশ্বর রাও এবং অনিরুদ্ধ বস]

নির্দিষ্ট ত্রাণ আইন, ১৯৬৩-এর ধারা ৩৪-মামলাটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১৯৮২ এবং ১৯৮৭ সালে দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল-১৯৮২ সালের মামলাটি, চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য, ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা এই ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছিল যে বাদী তার বৈধ দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি-আপিলও হাইকোর্ট দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল-বাদী অভিযোগ করেছিলেন যে বিবাদীরা তার দখলে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিল, তাই ১৯৮৭ সালের মামলাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-মামলাটি মালিকানা এবং নিষেধাজ্ঞার ঘোষণার জন্য ছিল-ট্রায়াল কোর্ট বলেছিল যে বাদীরা মালিকানা প্রমাণ করেছে, তবে দখল এবং বাধারার দিকটি বাদীদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল-মামলাটি খারিজ হয়ে গিয়েছিল-হাইকোর্ট ১৯৬৩ সালের ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছিল-হাইকোর্টের আগে বাদী বাদী বাদী পক্ষের বিকল্প ত্রাণ চেয়েছিলেন, মামলাটি কেবলমাত্র হেলিফের অধিকার দাবি করার জন্য ছিল, তবে হাইকোর্টের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে সম্পত্তির মালিকের দাবি অস্বীকার করা হয়েছিল যে ১৯৬৩ সালের আইনের কোনও মূল বিবৃতি/রিলিফের দাবি অস্বীকার করা উচিত নয়-তবে সুপ্রিম কোর্টকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে ১৯৬৩ সালের আইনের সাথে সম্পত্তির মালিকের দাবি প্রত্যাখ্যান করার জন্য কোনও মৌলিক বিবৃতি দেওয়া উচিত নয়-তবে ১৯৬৩ সালের আইনের কোনও মৌলিক বিবৃতি ঘোষণা করা উচিত নয়-হাইকোর্টের তরফ থেকে জারি করা হয়েছিল

মামলা সম্পত্তি-ঘোষণার জন্য এই ধরনের ডিক্রি মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই এবং এই যুক্তির ভিত্তিতে এই ধরনের ঘোষণা অস্বীকার করা যায় না যে এই ধরনের ঘোষণা দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে না-এই ধরনের ঘোষণাত্মক ডিক্রি মামলার তথ্যে অযৌক্তিক হতে পারে, তবে কেবল সেই কারণেই বাদীকে এই ধরনের ঘোষণা অস্বীকার করা যায় না

আংশিকভাবে আপিলের অনুমতি দেয়, আদালত

স্থির করা হয়ঃ ১। ১৯৬৩ সালের আইনের ৩৪ ধারার শর্তাবলীতে অন্তর্ভুক্ত নিষেধাজ্ঞা বা বাধা একটি মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা নির্ধারণ করে এবং সেই বিষয়টি পরীক্ষা করতে হবে যে ভিত্তিতে অভিযোগটি তৈরি করা হয়েছে।

যদি অভিযোগপত্রে ঘোষণামূলক ত্রাণের দাবি এবং নিষেধাজ্ঞা আকারে ফলস্বরূপ ত্রাণের দাবি থাকে যা পূর্বোক্ত ধারার বিধানে বাধ্যতামূলক বারের একমাত্র ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার উপর আক্রমণ থেকে মামলাটিকে রক্ষা করবে। যদি প্রমাণের ভিত্তিতে বাদী ফলস্বরূপ ত্রাণ দিতে ব্যর্থ হন, তবে মামলাটি খারিজ করা যেতে পারে-যতদূর পর্যন্ত ফলস্বরূপ ত্রাণের আবেদন সম্পর্কিত তবে যোগ্যতার ভিত্তিতে কিন্তু ১৯৬৩ সালের আইনের ৩৪ ধারার বিধান আহ্বানকারী রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার প্রশ্নের উপর নয়। যদি বাদী অন্যথায় ঘোষণামূলক ত্রাণ পেতে সফল হন, তবে এই ধরনের ত্রাণ মঞ্জুর করা যেতে পারে।[অনুচ্ছেদ ১৬][১১৯৯ – এফ – জি]

২. যে মামলা থেকে এই আপিল উত্থাপিত হয়েছে, তাতে যতদূর পর্যন্ত ত্রাণ দাবি করা হয়েছে, বাদীদের জমির দখলে হস্তক্ষেপ এবং সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার জন্য নিষেধাজ্ঞা ত্রাণের দুটি উদাহরণের ভিত্তিতে ঘোষণার আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু মূল বাদী দ্বারা উক্ত সম্পত্তির দখল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মামলার পরবর্তী পর্যায়ে চালু করার জন্য বিকল্প ত্রাণও সীমাবদ্ধতার কারণে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং, এই দুটি সত্যিকারের ভিত্তিতে বাদীদের মামলার ভিত্তি ভেঙে যায় এবং সত্য-অনুসন্ধান আদালত এই দাবি বা অভিযোগ উভয়ই প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এই বিষয়টি বাদীদের মালিকানা ঘোষণা করতে অস্বীকার করার ভিত্তি হওয়া উচিত নয়। নির্দিষ্ট ত্রাণ আইন, ১৯৬৩-এ স্বতন্ত্র ঘোষণামূলক ডিক্রি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। বিচার আদালত একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে মূল বাদী মামলা-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তবে এটি বলেছিল যে বাদী কর্তৃক দখলের ত্রাণ ঘোষণার অভাবে মালিকানা ঘোষণা করা যাবে না। আমাদের কাছে রয়েছে

ইতিমধ্যেই এই যুক্তির সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ প্রকাশ করেছে।/এটি ১৯৬৩ সালের আইনের ৩৪ ধারার বিধানগুলির একটি ভুল ধারণা বলে মনে হচ্ছে। ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্ট এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছে যে সেই শর্তাবলীতে নিযুক্ত "আরও ত্রাণ" অভিব্যক্তিটি অবশ্যই সমস্ত ত্রাণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা দাবি করা উচিত ছিল বা মঞ্জুর করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে, এটি উক্ত শর্তাবলীর প্রয়োজনীয়তা নয়। এটি আমাদের এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায় যে, ১৯৮৭ সালের মামলাটি ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির দ্বিতীয় আদেশে বর্ণিত নীতির অধীনে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে কিনা। এই আদালতের মতে, এই আইনের উল্লিখিত বিধানগুলি এই মামলার তথ্যে প্রযোজ্য হবে না, কারণ ১৯৮৭ সালের মামলা সি-তে আইনি অধিকার অস্বীকার করার বিষয়টি ১৯৮৭ সালের ১৫ ও ২৫ ফেব্রুয়ারির দুটি কথিত ঘটনার সাথে যুক্ত। এই অভিযোগগুলি ঘোষণার দাবির জন্ম দিতে পারে যা স্পষ্টতই ১৯৮২ সালের মামলায় করা যায়নি। প্রজ্ঞাপনমূলক ডিক্রির দাবি যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে, তবে ১৯০৮ সালের কোডের অর্ডার ॥ রুল ২-এ অন্তর্ভুক্ত নীতিগুলি আহ্বান করে এই জাতীয় মামলায় মামলাটি খারিজ করা যায় না।[অনুচ্ছেদ ১৭][১২০০ – সি – এইছ ; ১২০১ – এ – বি]

৩. হাইকোর্ট এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছে যে, বিষয়-মামলায়, মূল বাদী অবশ্যই দখল পুনরুদ্ধারের জন্য ত্রাণ চেয়েছিলেন এবং তা না চেয়ে, তারা ঘোষণা ও দখলের জন্য ডিক্রি দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু, ১৯৬৩ সালের আইনের ৬৩ ধারার শর্তাবলীর জন্য ঘোষণার পাশাপাশি ফলস্বরূপ ত্রাণের জন্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে, যদি দ্বিতীয় গণনায় ত্রাণ যোগ্যতার ভিত্তিতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই কারণেই ১৯৬৩ সালের আইনের ৩৪ ধারায় অন্তর্ভুক্ত পূর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়।[অনুচ্ছেদ ১৮][১২০১ – বি – ডি]

৪। প্রথম মামলাটি ছিল চিরস্থায়ী সংযোগের জন্য, যেখানে দখল স্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য মূল বাদী হেরে যান। দ্বিতীয় মামলায় (১৯৮৭ সালের মামলা), পরবর্তী বিশৃঙ্খলার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘোষণার জন্য ত্রাণ দাবি করা হয়েছিল এবং সেই ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। বাদীদের দখলে থাকার দাবি যদিও ব্যর্থ হয়েছিল। সুতরাং, আসামীদের মামলা জমির মূল বাদীদের দখলকে বিরক্ত করা বা হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখার জন্য কোনও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে না। তবে ট্রায়াল কোর্ট যেমন খুঁজে পেয়েছে যে মূল বাদীটির মালিকানা প্রমাণিত হয়েছে, আমাদের দৃষ্টিতে মূল বাদী ঘোষণা করার অধিকারী ছিলেন যে তিনি।

মামলা সম্পত্তির পরম মালিক। ঘোষণার জন্য এই ধরনের ডিক্রি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই এবং এই ধরনের ঘোষণা এই যুক্তির ভিত্তিতে অস্বীকার করা যায় না যে এই ধরনের ঘোষণা দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য পূরণ করা হবে না। এই ধরনের ঘোষণাত্মক ডিক্রি এই মামলার তথ্যে অযৌক্তিক হতে পারে, তবে কেবল সেই কারণেই এই ধরনের ঘোষণা বাদীকে অস্বীকার করা যায় না। বিষয়-সম্পত্তির উপর মূল বাদীর মালিকানা সম্পর্কে ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা ইতিবাচক অনুসন্ধান দেওয়া হয়েছে। প্রথম আপিল আদালত হিসাবে উচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করেনি। এই পরিস্থিতিতে, এই আদালতের মতে, মূল বাদী তার মামলাটি আরও বা ফলস্বরূপ স্বস্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এই একমাত্র ভিত্তিতে মালিকানা সম্পর্কিত ঘোষণামূলক ডিক্রি জারি করার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ১৯][১২০১ – ডি এইছ ; ১২০২ – এ]

১৯৬৯ (২) এস. সি. সি ৫৯০: [১৯৭০১ (২) এস. সি. আর ১২৪; রাম সরন ও আনর বনাম শ্রীমতী। গঙ্গা দেবী ১৯৭৩ ২ এস. সি. সি ৬০; বিনয় কৃষ্ণ বনাম কেশব চন্দ্র এবং আন্র. ১৯৯৩ সাপোর্ট ৩ এস. সি. সি ১২৯; আনাথুলা সুধাকর বনাম পি. বুচি রেড্ডি (মৃত) এল. আর. এস দ্বারা। এবং অন্যান্য। ২০০৮ ৪ এস. সি. সি ৫৯৪: [২০০৮] (৫) এস. সি. আর ৩৩১; ভেঙ্কটরাজা এবং ওরস বনাম বিদ্যানে দুরেরাদজাপেরুমল (মৃত) পি আইনী প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে। ২০১৪ ১৪ এস. সি. সি ৫০২: [২০১৩] (৫) এস. সি. আর ৮১৪-এর উপর নির্ভরশীল।

শ্রী আরালাপ্পা বনাম শ্রী জগন্নাথ এবং অন্যান্য (আইএলআর ২০০৭ কার ৩৩৯)-অনুমোদিত নয়।

দেবীশ বনাম এম. কে. সুব্বিয়াহ এবং অন্যান্যরা. এ. আই. আর ১৯৭০ মাইস ২৪৯; নাভালরাম লক্ষ্মীদাস দেবমুরারি বনাম বিজয়বেন জয়বন্তভাই চাভদা এ. আই. আর ১৯৯৮ গুজ ১৭-উল্লেখ করা হয়েছে।

কেস আইন রেফারেন্স

[১৯৭০] ২ এস. সি. আর ১২৪	উপর নির্ভর	প্যারা ১০
(১৯৭৩) ২ এস. সি. সি ৬০	উপর নির্ভর	প্যারা ১০
(১৯৯৩) সম্পূরক ৩ এস. সি. সি ১২৯	উপর নির্ভর	প্যারা ১০

[২০০৮] ৫ এস. সি. আর. ৩৩১	উপর নির্ভর	প্যারা ১০
[২০১৩] ৫ এস. সি. আর. ৮১৪	উপর নির্ভর	প্যারা ১৪

দেওয়ানি আপিল বিচারঃ ২০০৯-এর সিভিল আপিল ২০০৯ সালের আর. এফ. এ-তে ব্যাঙ্গালোরে কর্ণাটক হাইকোর্টের ২১.০৭.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

জি. ভি. চন্দ্রশেখর, শ্রীমতী অপেক্ষা ডি., এন. কে. ভার্মা, শ্রীমতী অঞ্জনা চন্দ্রশেখর, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

করুণাকর মহালিক, বি বিশ্বনাথ ভান্ডারকর, সর্বেন্দ্র কুমার, ভি. এন. রঘুপতি, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল।

বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসে,

১. আমাদের সামনে আপিলকারীরা হলেন ১৯৮৭ সালে তাদের পূর্বসূরি আরাকার ১ আব্বাইয়া কর্তৃক দায়ের করা একটি মামলার বাদী, যা ব্যাঙ্গালোর দক্ষিণ তালুকের কৃষ্ণরাজপুরা হোবলির বিভুতিপুরা গ্রামে অবস্থিত গুন্টাদের সমন্বয়ে গঠিত কিছু স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ঘোষণার দাবি করে। সেই মামলায় জামিনও দাবি করা হয়েছিল যাতে বিবাদীরা তার শান্তিপূর্ণ দখল এবং মামলা-সম্পত্তি উপভোগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করে। তার মৃত্যুর পরে, আরাকার ১ আব্বাইয়ার আইনী প্রতিনিধিদের রেকর্ডে আনা হয়েছিল। এই রায়ে, আমরা মূল বাদী হিসাবে আরাকেরি আব্বাইয়াকে উল্লেখ করব। তিনি মামলাগুলির প্রথম বিবাদীর জামাতা ছিলেন মুনিয়াপ্পা। উভয় বিবাদী পরবর্তীকালে মারা গেছেন এবং তাদের আইনী প্রতিনিধিরা নথিতে রয়েছেন। মামলা দায়েরের সময় মূল দ্বিতীয় বিবাদী প্রথম বিবাদীর পুত্র ছিলেন। এই মামলার আগে, মূল বাদী দ্বারা ১৯৮২ সালে একই স্থাবর সম্পত্তির সাথে জড়িত আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আমরা এই রায়ে পরে উক্ত মামলাটি নিয়ে আলোচনা করব এবং দুটি মামলা যথাক্রমে তাদের প্রতিষ্ঠার বছর, যেমন ১৯৮২ মামলা এবং ১৯৮৭ মামলা দ্বারা উল্লেখ করা হবে। ট্রায়াল কোর্টের সামনে মূল বাদীর মামলাটি ছিল যে তিনি ১৯৭২ সালের ২৯ মে তারিখে নিবন্ধিত বিক্রয় চুক্তির অধীনে তার প্রাক্তন মালিক পাপাইয়ার কাছ থেকে মামলা জমি কিনেছিলেন। মূল বাদী যে জমি কিনেছেন বলে দাবি করেছিলেন তার মোট আয়তন ছিল। একর ১৫ গুন্টা এবং বিতর্কিত সম্পত্তি সেই জমির অংশ গঠন করে।

অভিযোগ, মূল বাদীর মামলাটি ছিল যে তিনি ক্রয়ের তারিখ থেকে মামলা জমির একচেটিয়া দখল এবং উপভোগের মধ্যে ছিলেন।

২. বিষয়-মামলা, অর্থাৎ ১৯৮৭ সালের মামলাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই অভিযোগের ভিত্তিতে যে বিবাদীরা মূল বাদীর শান্তিপূর্ণ দখল এবং সম্পত্তি উপভোগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছিল। এটি বিশেষভাবে অভিযোগ করা হয়েছিল যে ১৯৮৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিবাদীরা মামলা জমির শান্তিপূর্ণ দখল এবং উপভোগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছিল। অভিযোগপত্রে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে মামলা নির্ধারিত সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশের প্রচেষ্টা বিবাদীরা ১৯৮৭ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পুনরাবৃত্তি করেছিল। ১৯৮৭ সালের মামলায়, যেমন আমরা ইতিমধ্যে ইঙ্গিত করেছি, ত্রাণ। দাবি করা হয়েছে যে মূল বাদী মামলা জমির পরম মালিক ছিলেন এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্যও প্রার্থনা করা হয়েছিল।

৩. মূল বাদী ব্যাঙ্গালোর শহরের ১৮তম অতিরিক্ত সিটি দেওয়ানি বিচারপতির আদালতে পূর্ববর্তী মামলাটি দায়ের করেছিলেন। ১৯৮২ সালের মামলাটি ছিল চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য, এবং নিষেধাজ্ঞা কার্যকর না করার দাবি ১৯৮৭ সালের মামলার মতোই ছিল, যদিও হস্তক্ষেপের একই অভিযোগের ভিত্তিতে নয়। পূর্ববর্তী মামলাটি ওএস নং হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। ১৯৮২ সালের মামলায় ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বর্তমান আবেদনকারীদের পূর্বসূরি আপিল করেছিলেন, কিন্তু সেই আপিলটি ১৯৮৬ সালের ২৫শে নভেম্বর কর্ণাটক হাইকোর্টও খারিজ করে দেয়। এরপরেই যে মামলা থেকে বর্তমান আপিল উত্থাপিত হয়, তা পূর্বোক্ত দুটি তারিখে বেদখল হওয়ার হুমকি দেখিয়ে দায়ের করা হয়েছিল। এই মামলাটি বিবাদীদের দ্বারা লিখিত বিবৃতি দাখিল করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল এবং তারা নিজেদের জন্য মালিকানা স্থাপন করেছিল। বিবাদীরা বেনামী লেনদেনে মামলা জমি কেনার আবেদন উত্থাপন করেছিল এবং প্রথম বিবাদী মামলা জমির আসল মালিক বলে দাবি করেছিল। উক্ত মামলাটি ১৯৯৭ সালের ৭ই নভেম্বর খারিজ করা হয়েছিল। তবে, কাগজপত্রের তারিখের তালিকায় বলা হয়েছে যে বিচার আদালত বিবাদীদের বেনামী লেনদেনের আবেদন গ্রহণ করেনি।

৪। এই রায়ের বিরুদ্ধে বাদী হাইকোর্টে আপিল করেছিলেন। আপিলে মূল বাদীর আইনি প্রতিনিধিদের নথিভুক্ত করা হয়েছিল। আপিলটি হাইকোর্ট দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং বিষয়টি ট্রায়াল কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছিল। ২০০৪ সালের ১৯ আগস্ট হাইকোর্টের রায়ে, যার মাধ্যমে বিষয়টি রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল, ভি, এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলঃ-

"৪. এই মামলায় বাদী মামলার তারিখের আশেপাশে তার দখল প্রমাণ করার জন্য প্রাক্তন পি-৪ থেকে পি-৬-এ চিহ্নিত আর ও আর উদ্‌ধৃতাংশ উপস্থাপন করেছেন। বাদী, তার পক্ষ থেকে, প্রমাণ দিয়েছেন। আসামীরা লিখিত বিবৃতি দাখিল করলেও, বাদী সাক্ষীদের ক্রসসেক্সামাইন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা মামলা খারিজ করা বাদীকে স্বত্ব ঘোষণার ব্যাপক ত্রাণ চাইতে মামলা দায়ের করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তবে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য পূর্ববর্তী মামলাটি এই ভিত্তিতে খারিজ করা হয়েছিল যে বাদী তার দখল প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাক্তন পি-৪ থেকে পি-তে বাদী দ্বারা উপস্থাপিত আরওআর উদ্‌ধৃতাংশ। ৬ দেখায় যে বাদী ১-এর দখলে রয়েছে। উক্ত প্রমাণের উল্লেখ ছাড়াই বিচার আদালত যান্ত্রিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে পূর্ববর্তী মামলাটি খারিজ এবং সম্পর্কিত নিয়মিত প্রথম আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান মামলা দায়ের করা টেকসই নয়। বিষয়টির সেই দৃষ্টিতে, বিচার আদালতের রায়টি বাতিল করা ন্যায়সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয়।

৫. তদনুসারে, ট্রায়াল কোর্টের বিতর্কিত রায় ১ গুলি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি আইন অনুসারে নতুন করে নিষ্পত্তির জন্য ট্রায়াল কোর্টে প্রেরণ করা হয়। যদি আসামীরা অংশ নেয় এবং ক্রসসেক্সামিনেশনের উদ্দেশ্যে পিডব্লিউ ১ এবং পিডব্লিউ ২ তলব করার অনুরোধ করে, তবে অনুরোধটি মঞ্জুর করা উচিত এবং তাই আসামীদেরও তাদের প্রমাণ জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত। ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা পক্ষগুলিকে কোনও নতুন নোটিশ জারি করার প্রয়োজন নেই। পক্ষগুলিকে ০৬/০৯/২০০৪-এ ট্রায়াল কোর্টে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অবিলম্বে এলসিআর প্রেরণ করা হবে। মামলাটি ডিসেম্বর ২০০৪-এর শেষের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। আবেদনকারী বাদীর আইনী প্রতিনিধিরা একটি মেমো দাখিল করে এবং সেই অনুযায়ী কারণের শিরোনাম সংশোধন করে মামলায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করার অধিকারী। বলা হয় যে পিডব্লিউ ১ মৃত। বাদী যদি চান তবে অতিরিক্ত প্রমাণ যোগ করারও অধিকারী।

(কাগজের বইয়ে পুনরুত্পাদন হিসাবে রায়ের অনুলিপি থেকে উদ্‌ধৃত শব্দগত)

৫। রিমান্ডে নিয়ে ব্যাঙ্গালোর শহরের সপ্তম অতিরিক্ত নগর দেওয়ানি বিচারপতির আদালত ২০০৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর প্রদত্ত রায়ে জানতে পারে যে বাদীরা (বহুবচন ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ সেই সময় থেকে মৃত বাদী পক্ষের আইনী প্রতিনিধিরা মামলাটি চালাচ্ছিলেন) মামলা সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে

দখল এবং বাধা দেওয়ার দিক থেকে, আদালতের সিদ্ধান্ত বাদীদের বিরুদ্ধে যায়। বিবাদীদের অবস্থান যে বাদীরা কখনই সম্পত্তির দখলে ছিলেন না এবং মামলার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ ছিল না। ট্রায়াল কোর্ট বাদীদের বিরুদ্ধে মূলত এই ভিত্তিতে গিয়েছিল যে বাদী যে তার দখলে ছিল তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। ট্রায়াল কোর্ট বাদী সাক্ষী নং ১,। ১-এর সাক্ষ্য উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ মূল বাদী যিনি স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর শ্বশুর মামলা জমির দখলে ছিলেন এবং তাতে চাষাবাদ করছিলেন। ১৯৮৭ সালের মামলায়, মূল বাদী ১৯৮২ সালের মামলা খারিজ হওয়ার পরে কীভাবে মামলা-জমি দখল করেছিলেন তা দেখাতে পারেননি। এই মামলাটি নিম্নোক্ত যুক্তিতে খারিজ করা হয়েছিলঃ-

"(i) যদিও বাদী স্বীকার করেছিলেন যে প্রথম আসামী মামলা জমির দখল এবং চাষাবাদ করছিলেন, তবে তিনি দখলের জন্য ত্রাণ চাননি।

(ii) কেবল ঘোষণার জন্য মামলাটি দখলের জন্য ত্রাণ ছাড়া রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না। বাদীকে সম্পত্তির মালিক ঘোষণা করার মাধ্যমে কোনও উদ্দেশ্য সাধন করা হবে না।

৬। সেই রায়ে আরও বলা হয়েছিল যে মামলাটি সময়-সীমাবদ্ধ ছিল। সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে, ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা রিমান্ডে রাখা হয়েছিলঃ-

"১৫ এছাড়াও স্বত্বের বিরোধটি প্রতিবাদী নং দ্বারা লিখিত বিবৃতি দাখিল করে নিশ্চিত করা হয়। ২৮/০১/১৯৮৩-এ কিন্তু বাদী ৪ বছর ২ মাসের অবসানের পরে ০২/০৩/১৯৮৭-এ বর্তমান মামলাটি দায়ের করেন। বাদীকে ওএস ৩০২৯/৮২-এ বর্তমান প্রতিবাদী দ্বারা লিখিত বিবৃতি দাখিল করার তারিখ থেকে ৩ বছরের মধ্যে এই মামলাটি দায়ের করতে হয়েছিল। কিন্তু ৪ বছর দুই মাস পরে দায়ের করা হয়েছিল। তাই, বাদী কর্তৃক টাইটেল ১-এর ঘোষণার জন্য দায়ের করা মামলাটি সময় দ্বারা নিষিদ্ধ। তদনুসারে আমি ৫ নং সংখ্যার ইতিবাচক উত্তর দিচ্ছি।

(কাগজের বইয়ে পুনরুত্পাদন হিসাবে রায়ের অনুলিপি থেকে উদ্ধৃত শব্দগত)

৭. বরখাস্তের এই রায়ের বিরুদ্ধে বাদীরা কর্ণাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আবেদনটি ২০০৫ সালের নিয়মিত প্রথম আপিল নং ৩৩১ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ২০০৮ সালের ২১শে জুলাই খারিজ করা হয়েছিল।

৮. আপিলের রায় থেকে আমরা দেখতে পাই যে, উচ্চ আদালতে শুনানি চলাকালীন বাদীরা চেয়ে অভিযোগ সংশোধন করতে চেয়েছিলেন।

আসামীদের কাছ থেকে মামলা সম্পত্তির দখলের বিকল্প ত্রাণ. চ সেই বিন্দুতে, হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছেঃ-

" ৬..... ১৯৮২ সাল থেকে বিচারাধীন পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ। বিচার আদালত ও. এস নং-এ ৭.৯.১৯৮৫ তারিখের রায় অনুসারে। ৩০২৯/৮২ রায় দিয়েছে যে বাদীরা ১৯৮২ সালে মামলা টি দায়ের করার তারিখ হিসাবে তফসিলি সম্পত্তির দখলে এবং উপভোগ করেননি। ২৬ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে, বাদীরা এখন তফসিলি সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য বিকল্প ত্রাণের জন্য অভিযোগ সংশোধনের আবেদন করছেন। আমি দাখিল করা হলফনামাটি পড়েছি এবং সংশোধনের জন্য আবেদন দায়ের করতে বিলম্বের জন্য বাদীদের ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট নই। এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে বাদীরা এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, যে ট্রায়াল কোর্ট ও. এস. নং ৩০২৯/৮২-এ তার রায়ে বলেছে যে বাদী তফসিল সম্পত্তির দখলে ছিল না। এই সময়ের মধ্যে, যদি বাদী ১-এর আবেদন অনুমোদিত হয়, তবে এটি ডি-নভো ট্রায়ালের দিকে পরিচালিত করবে। অতএব, অভিযোগ সংশোধনের জন্য বাদীর আবেদন এতদ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়।"

(কাগজের বইয়ে পুনরুত্পাদন করা রায়ের অনুলিপি থেকে উদ্ধৃত শব্দগত)

৯. হাইকোর্টের মতামত একই হাইকোর্টের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের যুক্তির উপর ভিত্তি করে ছিল, শ্রী আরালাপ্পা টিএম বনাম শ্রী জগন্নাথ এবং অন্যান্যদের মামলা (আইএলআর ২০০৭ কার ৩৩৯)। এই রায়ে বলা হয়েছিলঃ-

"৩১। এমনকি যদি বাদী আদালতে এসে দাবি করেন যে তিনি দখলে রয়েছেন এবং বিচারের পরে যদি এটি পাওয়া যায় যে মামলার তারিখে তিনি দখলে ছিলেন না, তবুও, ঘোষণা এফ এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয় বলে খারিজ করা যেতে পারে, কারণ মামলার তারিখে বাদী যদি দখল না করেন তবে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য কোনও ডিক্রি দেওয়া যাবে না। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, বাদীর পক্ষে রায়ের আগে অভিযোগ সংশোধন করা এবং দখলের ত্রাণ চাওয়া প্রয়োজন। অতএব, মামলার তারিখে দখলে না থাকা বাদী কর্তৃক মালিকানা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ঘোষণার জন্য একটি মামলা, যখন তিনি দখল পুনরুদ্ধারের আরও ত্রাণ চাইতে সক্ষম হন, তখন তা বাদ দেন, আদালত এই জাতীয় কোনও ঘোষণা করবে না এবং মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয় বলে খারিজ হতে বাধ্য।

১০। আমাদের সামনে, আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে যে, ১৯৬৩ সালের নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ৩৪ ধারার বিধানগুলি বিবেচনা করে, মামলাটি খারিজ করা উচিত ছিল না কারণ ঘোষণার দাবির পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞাও চাওয়া হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের আইনের ৩৪ ধারায় বলা হয়েছেঃ-

"মর্যাদা বা অধিকার ঘোষণা সম্পর্কে আদালতের বিচক্ষণতা।

কোনও আইনি চরিত্র বা কোনও সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও অধিকারের অধিকারী যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন, যিনি এই ধরনের চরিত্র বা অধিকারের অধিকার অস্বীকার করছেন বা অস্বীকার করতে আগ্রহী, এবং আদালত তার বিবেচনার ভিত্তিতে সেখানে একটি ঘোষণা করতে পারে যে তিনি সেই অধিকারের অধিকারী, এবং বাদীকে এই ধরনের মামলায় আর কোনও ত্রাণ চাইতে হবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোনও আদালত এমন কোনও ঘোষণা করবে না যেখানে বাদী, নিছক মালিকানা ঘোষণার চেয়ে আরও ত্রাণ চাইতে সক্ষম হয়ে, তা করা বাদ দেয়।

ব্যাখ্যা।-সম্পত্তির ট্রাস্টি হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি "অস্বীকার করতে আগ্রহী" এমন একজনের শিরোনামের প্রতিকূল একটি শিরোনাম যার অস্তিত্ব নেই, এবং যার অস্তিত্ব থাকলে তিনি একজন ট্রাস্টি হবেন।

উপরোক্ত আইনের বিধানগুলি একাধিক রায়ে অভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এম. কে. রাপ্পাই এবং ওরস বনাম জন এবং ওরসের ক্ষেত্রে [(১৯৬৯ (২) এস. সি. সি ৫৯০] নির্দিষ্ট ত্রাণ আইন, ১৮৭৭-এর ধারা ৪২-এ অনুরূপ বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা একইভাবে বর্ণিত হয়েছিল, এটি বলা হয়েছিলঃ-

"অধিকারের খালি ঘোষণা নির্দিষ্ট ত্রাণ আইন, ১৮৭৭-এর ধারা ৪২ এবং নির্দিষ্ট ত্রাণ আইন, ১৯৬৩-এর ধারা ৩৪-এর দুষ্টুমির মধ্যে থাকবে।"

রাম সরণে আইনের একই প্রস্তাব অনুসরণ করা হয়েছে এবং আনার বনাম শ্রীমতী গঙ্গা দেবী [(১৯৭৩) ২ এস. সি. সি ৬০], বিনয় কৃষ্ণ বনাম কেশব চন্দ্র এবং আনার। [(১৯৯৩) সাপোর্ট ৩ এস. সি. সি ১২৯] এবং আনাথুলা আর সুধাকর বনাম পি. বুচি রেড্ডি (মৃত) এল. আর. এস দ্বারা। এবং অন্যান্য। [(২০০৮) ৪ এস. সি. সি ৫৯৪]।

১১। উচ্চ আদালত, বাস্তবিক ভিত্তিতে, আপিলের অধীনে রায়ে পর্যবেক্ষণ করেছেঃ-

"৮. আরালাপ্পার মামলায় বিদ্বান/একক বিচারপতির গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তাৎক্ষণিক মামলায় ট্রায়াল কোর্টের ও.এস. নং-এ পাওয়া রায়ে বলা হয়েছে যে বাদীদের দখলে ছিল না এবং তফসিলি সম্পত্তির উপভোগ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। এটি বাদীদের ক্ষেত্রে নয় যে ও.এস. নং-এর রায়ের পরে তিনি তফসিলি সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এই পরিস্থিতি থাকায়, বাদীরা যখন ও.এস. নং. ১০১৪/৮৭ দায়ের করেছিলেন তখন দখল পুনরুদ্ধারের জন্য ত্রাণ চাইতে কোনও বাধা ছিল না। বাদীরা দখলের আরও ত্রাণ চাইতে বাদ দিয়ে তারা নিষেধাজ্ঞা এবং ঘোষণার অধিকারী নন। বিতর্কিত রায়ে ট্রায়াল কোর্টের যুক্তি আইন অনুসারে এবং সি রেকর্ডের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। আমি ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি খুঁজে পাই না।

(কাগজের বইয়ে পুনরুত্পাদন হিসাবে রায়ের অনুলিপি থেকে উদ্ধৃত শব্দগত)

১২. এখানে অবস্থান হল যে, মূল বাদী ১৯৮৭ সালের মামলায় মালিকানা ও দখলের ঘোষণার জন্য মামলা করেছেন। প্রথম আদালত মূল বাদীকে দখলে রাখেনি। এটা সত্য যে, মূল বাদী যে ত্রাণ দাবি করেছিলেন তা ঘোষণা ও নিষেধাজ্ঞা উভয়ের জন্যই ছিল, কিন্তু বাদী মামলা জমির দখল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হওয়ায়, আসামীদের মামলা মোকদ্দমার জমিতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁর মামলা ব্যর্থ হয়। বাদীরা চান যে আমরা এই ভিত্তিতে এগিয়ে যাই যে, যেহেতু বিচার আদালত মামলা সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণ হয়ে গেছে, তাই দখল অনুমান করা উচিত ছিল। হাইকোর্টের দুটি সিদ্ধান্তে, দেভিশ বনাম এম. কে. সুব্বিয়াহ এবং অন্যান্য। (এ. আই. আর ১৯৭০ মাইস ২৪৯) এবং নাভালরাম লক্ষ্মীদাস দেবমুরারি বনাম বিজয়বেন জয়বন্তভাই চাভদা (এ. আই. আর ১৯৯৮ গুজ ১৭), পি আইনের অনুমান যে দখল শিরোনাম অনুসরণ করে তা হাইলাইট করা হয়েছে।

১৩. এম. কৃষ্ণস্বামীর "প্রতিকূল দখলের আইন" (১২তম সংস্করণ)-এর কিছু অংশের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই মন্তব্যে লেখক খালি জমির বিষয়ে আইনের অনুমান সম্পর্কিত আইনি অবস্থানের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপভাবে তুলে ধরেছেনঃ-

"দখল অবশ্যই প্রকৃত ব্যবহারকারীর মতো নয়। দখল প্রমাণ করার জন্য, সাধারণত, জমির ব্যবহারকারীকে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। যদি জমিটি এমন প্রকৃতির হয় যা এটিকে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রকৃত অধিকারের অযোগ্য করে তোলে, তবে এটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে মালিকের দখল বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

অধিকারের আইনশাস্ত্রগত ধারণাটি দুটি উপাদান নিয়ে গঠিতঃ (i) কর্পাস এবং (ii) শত্রুতা। কর্পাস মানে সম্পত্তির উপর প্রকৃত একচেটিয়া শারীরিক নিয়ন্ত্রণ যা শারীরিক দখলকে বোঝায়। শত্রুতা অন্যকে বাদ দিয়ে মালিক হিসাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকারের অভিপ্রায় এবং প্রয়োগকে বোঝায়। এই দুটি উপাদান একসাথে রেখে আইনি দখল গঠন করা হয়। সুতরাং, কেবলমাত্র ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি খোলা জমির উপর গুড়া (আবর্জনা) নিক্ষেপ করা গুড়া নিক্ষেপকারী ব্যক্তিদের আইনি দখল গঠন করবে না এবং এই ধরনের ব্যবহারকারী প্রতিকূল দখলে পরিণত হতে পারে যাতে সঠিক মালিকের উপাধি নির্বাপিত হয়।

১৪. কিন্তু আইনের এই বিবৃতিগুলি এই ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না, কারণ পূর্ববর্তী মামলার মূল বাদী দখলের পাশাপাশি প্রথম আসামীর দ্বারা বিষয়-জমির ব্যবহারও স্বীকার করেছিলেন। ব্যবহারকারীর অধিকার প্রদানের কোনও মামলাও করা হয়নি। বাদীও প্রথম আসামীর দ্বারা বিষয়-জমির নৈমিত্তিক ব্যবহারের অভিযোগ করেননি। ১৯৮২ সালের মামলায় দখলের জন্য মূল বাদীর দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং পরবর্তী মামলায়ও, যা এই আপিলের জন্ম দেয়, বাদীরা জমির পুনর্বাসন প্রদর্শন করতে পারেননি যার ভিত্তিতে তিনি দখলের ব্যাঘাত থেকে নিষেধাজ্ঞা ত্রাণ পেতে পারেন। দেবীশ (সুপ্রা) এবং নাভালরাম লক্ষ্মীদাস দেবমুরারি (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত দুটি ক্ষেত্রেই, প্রথম দুটি আদালত-প্রকৃতপক্ষে আদালত হওয়ায়-বাদীদের মামলা সম্পত্তির দখল সম্পর্কে ইতিবাচক সিদ্ধান্তে এসেছিল। যতদূর পর্যন্ত আমাদের সামনে কার্যধারা সম্পর্কিত, প্রথম আদালতের সিদ্ধান্তটি অন্যরকম। বাদীরা আপিল পর্যায়ে অভিযোগ সংশোধনের মাধ্যমে সেই গণনায় মামলা না করার ত্রুটি নিরাময়ের জন্য দখল পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন পেশ করতে চেয়েছিলেন। হাইকোর্ট এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছে। আমরা এই রায়ে এই ধরনের প্রত্যাখ্যানের কারণ উদ্‌ধৃত করেছি। আমরা এই বিষয়ে হাইকোর্টের সঙ্গে একমত। যদিও এই ধরনের পরিস্থিতিতে অভিযোগ সংশোধনের জন্য বলা যেতে পারে (বিনয় কৃষ্ণ বনাম কেশব চন্দ্র এবং আনার), তবে এই ধরনের আবেদন নির্ধারিত সীমার মধ্যে করা উচিত ছিল। ভেঙ্কটরাজা এবং অন্যান্য বনাম বিদ্যানে দুরেরাদজাপেরুমল (মৃত)-এর ক্ষেত্রে আইনি প্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে এই আইনের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে।। (২০১৪) ১৪ এস. সি. সি. ৫০২। এই ক্ষেত্রে, এটি বলা হয়েছেঃ-

"২৪। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেবল একটি ঘোষণাত্মক ডিক্রি কার্যকর করা যায় না। তবে, কোনও পক্ষের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।

অযাচিত/ত্রাণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাদীপত্রে একটি সংশোধনী চাওয়া থেকে, তবে শর্ত থাকে যে এটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছে। তবে, বিবাদীদের পক্ষ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিষয়টি উত্থাপন করা বাধ্যতামূলক। (প্রকাশ চাঁদ খুরানা বনাম হামাম সিং এবং এমপি বনাম মঙ্গিলাল শর্মা রাজ্য)।

১৫. আমরা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের সেই অংশের সাথে একমত, যেখানে বলা হয়েছে যে মামলা সম্পত্তির দখল বাদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তাই নিষেধাজ্ঞা মওকুফ করা যায় না। যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে রেকর্ড করেছি, আমরা সংশোধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার জন্য হাইকোর্টের যুক্তির সাথেও একমত। তবে আমরা উক্ত রায়ে বর্ণিত আপিল খারিজ করার জন্য হাইকোর্টের পুরো যুক্তির সাথে পুরোপুরি একমত নই। ১৯৬৩ সালের আইনের ৩৪ ধারার বিধানে থাকা বাধা, আমাদের মতে, বাদীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে না কারণ মামলা-জমিতে হস্তক্ষেপ থেকে নিষেধাজ্ঞার জন্য ফলস্বরূপ স্বস্তি দাবি করা হয়েছিল। ধারা ৩৪-এর বিধানে অন্তর্ভুক্ত নিষেধাজ্ঞা কেবল তখনই কার্যকর হবে যদি একমাত্র স্বস্তি কোনও ফলস্বরূপ স্বস্তি ছাড়াই ঘোষণার জন্য হয়। ১৯৮৭ সালের মামলার অভিযোগে, নিষেধাজ্ঞার জন্য স্বস্তি চাওয়া হয়েছিল। এই ধরনের দ্বৈত স্বস্তি মামলাটিকে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার ভিত্তিতে খারিজ হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

এটি একটি সত্য যে এই মামলার বাস্তব পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বাদীর দখল পুনরুদ্ধারের জন্য জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, কিন্তু যে অভিযোগটি মূলত তৈরি করা হয়েছিল তা প্রতিফলিত করে যে মূল বাদী মামলাটির মালিকানাধীন ছিলেন। এই ধরনের আবেদন যথাযথভাবে ট্রায়াল কোর্ট এবং প্রথম আপিল আদালতে ব্যর্থ হয়েছিল।

১৬। ১৯৬৩ সালের আইনের ৩৪ ধারার বিধানে থাকা নিষেধাজ্ঞা বা বাধা কোনও মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা নির্ধারণ করে এবং অভিযোগটি যে ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে তার ভিত্তিতে সেই বিষয়টি পরীক্ষা করতে হবে। যদি অভিযোগটিতে পি ঘোষণাত্মক ত্রাণের দাবি থাকে এবং নিষেধাজ্ঞার আকারে ফলস্বরূপ ত্রাণও থাকে যা পূর্বোক্ত ধারার বিধানে বাধ্যতামূলক বারের একমাত্র ক্ষতির উপর রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা আক্রমণ থেকে মামলাটিকে রক্ষা করবে। যদি প্রমাণের ভিত্তিতে বাদী ফলস্বরূপ ত্রাণের আবেদন করতে ব্যর্থ হন, তবে মামলাটি যোগ্যতার ভিত্তিতে খারিজ করা যেতে পারে তবে ১৯৬৩ সালের আইনের ৩৪ ধারার বিধান আহ্বান করে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার প্রশ্নের ভিত্তিতে নয়। যদি বাদী অন্যথায় ঘোষণামূলক ছাড় পেতে সফল হন, তবে এই ধরনের ছাড় দেওয়া যেতে পারে। এই বিবেচনায়, আমরা শ্রী আরালাপ্পা (উপরে)-র ক্ষেত্রে কর্ণাটক হাইকোর্টের রায়ের অনুপাতকে ভাল আইন হিসাবে গ্রহণ করি না। সেই সিদ্ধান্তে, এটি বলা হয়েছেঃ-

" ৩১. এমনকি যদি বাদী আদালতে এসে দাবি করেন যে তিনি দখলে রয়েছেন এবং বিচারের পরে যদি এটি পাওয়া যায় যে মামলার তারিখে তিনি দখলে ছিলেন না, তবুও, ঘোষণা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয় বলে খারিজ করা যেতে পারে, কারণ স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য কোনও ডিক্রি দেওয়া যেতে পারে না যদি বাদী মামলার তারিখে দখলে না থাকে। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, বাদীর পক্ষে রায়ের আগে অভিযোগ সংশোধন করা এবং দখলের ত্রাণ চাওয়া প্রয়োজন। অতএব, মামলার তারিখে মালিকানাধীন নয় এমন বাদী কর্তৃক মালিকানা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ঘোষণার জন্য একটি মামলা, যখন সে দখল পুনরুদ্ধারের আরও ত্রাণ চাইতে সক্ষম হয়, তখন তা বাদ দেয়, আদালত এই জাতীয় কোনও ঘোষণা করবে না এবং মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয় বলে খারিজ হতে বাধ্য।

১৭. যে মামলা থেকে এই আপিল উত্থাপিত হয়েছে, তাতে যতদূর পর্যন্ত ত্রাণ দাবি করা হয়েছে, বাদীদের জমি দখলের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ এবং সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার জন্য নিষেধাজ্ঞা মণ্ডকুফের দুটি উদাহরণের ভিত্তিতে ঘোষণার আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু মূল বাদী দ্বারা উক্ত সম্পত্তির দখল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মামলার পরবর্তী পর্যায়ে চালু করার জন্য বিকল্প ত্রাণও সীমাবদ্ধতার কারণে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং, এই দুটি সত্যিকারের ভিত্তিতে বাদীদের মামলার ভিত্তি ভেঙে যায় এবং সত্য-অনুসন্ধান আদালত এই দাবি বা অভিযোগ উভয়ই প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এই বিষয়টি বাদীদের মালিকানা ঘোষণা করতে অস্বীকার করার ভিত্তি হওয়া উচিত নয়। ১৯৬৩ সালের সুনির্দিষ্ট ত্রাণ আইনে স্বতন্ত্র ঘোষণামূলক ডিক্রি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। বিচার আদালত একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে মূল বাদী মামলা-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তবে এটি বলেছিল যে বাদী কর্তৃক দখলের ত্রাণ ঘোষণার অভাবে, মালিকানা ঘোষণা করা যাবে না। আমরা ইতিমধ্যে এই যুক্তির সাথে আমাদের মতবিরোধ প্রকাশ করেছি। এটি ১৯৬৩ সালের আইনের ৩৪ ধারার বিধানগুলির একটি ভুল ধারণা বলে মনে হয়। ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্ট এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছে যে, সেই বিধানে ব্যবহৃত "আরও স্বস্তি" অভিব্যক্তিটিতে অবশ্যই দাবি করা উচিত ছিল বা মঞ্জুর করা যেতে পারে এমন সমস্ত স্বস্তি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের মতে, এটি উক্ত বিধানের প্রয়োজনীয়তা নয়। এটি আমাদের এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায় যে, ১৯৮৭ সালের মামলাটি ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ২-এর বিধি ২-এ অন্তর্ভুক্ত নীতির অধীনে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে কিনা। আমাদের মতে, কোডের উল্লিখিত বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে না।

এই মামলার তথ্য, যেহেতু ১৯৮৭ সালের মামলা আইনি অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে/১৫ "এবং ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭-এর দুটি কথিত ঘটনার উপর ভিত্তি করে। এই অভিযোগগুলি ঘোষণার দাবির জন্ম দিতে পারে যা স্পষ্টতই ১৯৮২ সালের মামলায় করা যায়নি। ঘোষণাত্মক ডিক্রি দাবিটি যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে, তবে ১৯০৮ সালের কোডের অর্ডার ॥ রুল ২-এ অন্তর্ভুক্ত নীতিগুলি আহ্বান করে এই জাতীয় মামলার মামলাটি খারিজ করা যায় না।

১৮। হাইকোর্ট এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছে যে, বিষয়-মামলায় মূল বাদী অবশ্যই দখল পুনরুদ্ধারের জন্য ত্রাণ চেয়েছিলেন এবং তা না চেয়ে, তারা ঘোষণা ও দখলের জন্য ডিক্রি দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু যেমন আমরা ইতিমধ্যে সি পর্যবেক্ষণ করেছি, ১৯৬৩ সালের আইনের ৬৩ ধারার বিধানে ঘোষণার পাশাপাশি ফলস্বরূপ ত্রাণের জন্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে, যদি দ্বিতীয় গণনার ত্রাণ যোগ্যতার ভিত্তিতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই কারণেই ১৯৬৩ সালের আইনের ৩৪ ধারায় অন্তর্ভুক্ত পূর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে মামলাটি ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়।

১৯. ১৯৬৩ সালের আইনের ৩৪ ধারায় অন্তর্ভুক্ত আইনের অবস্থান সম্পর্কে মতামত দেওয়ার পরে, আমরা আবার বর্তমান মামলার তথ্যের দিকে ফিরে যাব। প্রথম মামলাটি ছিল চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য, যেখানে আসল বাদী দখল স্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে হেরে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মামলায় (১৯৮৭ সালের মামলা), পরবর্তী বিশৃঙ্খলার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘোষণার জন্য ত্রাণ দাবি করা হয়েছিল এবং সেই ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা ত্রাণ চাওয়া হয়েছিল। বাদীদের দখলে থাকার দাবি যদিও ব্যর্থ হয়েছিল। সুতরাং, মামলার জমির মূল বাদীদের দখলে বাধা দেওয়া বা হস্তক্ষেপ করা থেকে বিবাদীদের কোনও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু ট্রায়াল কোর্ট যেমন খুঁজে পেয়েছে যে মূল বাদীর মালিকানা প্রমাণিত হয়েছে, আমাদের দৃষ্টিতে মূল বাদী এই ঘোষণা করার অধিকারী ছিলেন যে তিনি মামলার সম্পত্তির পরম মালিক। ঘোষণার জন্য এই ধরনের ডিক্রি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই এবং এই ধরনের ঘোষণা এই যুক্তিতে অস্বীকার করা যায় না যে এই ধরনের ঘোষণা দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। এই মামলার তথ্যে এই ধরনের ঘোষণামূলক ডিক্রি কার্যকর করা যাবে না, তবে কেবল সেই কারণেই বাদীকে এই ধরনের ঘোষণা অস্বীকার করা যায় না। বিষয়-সম্পত্তির উপর মূল বাদীর মালিকানা সম্পর্কে ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রথম আপিল আদালত হওয়ায় হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করেনি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমাদের মতে, মালিকানা সংক্রান্ত ঘোষণামূলক ডিক্রি প্রদানের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে আদালত এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করতে পারে না।

একমাত্র ভিত্তিতে স্বস্তি যে মূল বাদী তার মামলাটি আরও বা ফলস্বরূপ স্বস্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২০. এই পরিস্থিতিতে, আমরা হাইকোর্টের এই রায়কে সমর্থন করি যে বাদীরা অনুরোধ অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করার অধিকারী ছিলেন না এবং দখলের জন্য ত্রাণ প্রবর্তনের জন্য বাদীদের আবেদনও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু একই সময়ে, আমরা রায়ের সেই অংশটি বাতিল করে দিই যার দ্বারা এটি রায় দেওয়া হয়েছে যে বাদীরা সম্পত্তির মালিকানা ঘোষণার অধিকারী ছিলেন না। তদনুসারে আমরা ধরে নিই যে বাদীরা ঘোষণা করার অধিকারী যে তারা মামলা সম্পত্তির মালিক এবং সেই বিষয়ে একটি ডিক্রি থাকবে।

২১. আপিল পক্ষটি উপরের শর্তাবলীর অনুমতি দেয়।

২২। খরচ সম্পর্কে কোনও অর্ডার থাকবে না।

অঙ্কিত জ্ঞানের আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu